গানের মালা

উৎসর্গ

পরম স্নেহভাজন
শ্রীমান অনিলকুমার দাস
কল্যানীয়েষু—

শীত-জর্জ্জর মনে এলে তুমি
নব ফাগুনের পাগল হাওয়া,
পাতা-ঝরা বন হল উন্মন
পেল যেন বহু দিনের চাওয়া।
ঘুমাত শুষ্ক শাখে শঙ্কিত
নীরব ভিরু যে গানের পাখি
তোমারে হেরিয়া পাখা ঝাপটিয়া
চমকি জাগিয়া উঠিল ডাকি।
ঝরে ঝর্ঝর মর্মর-বাণী
মুক্ত-বন্ধ ঝর্না-তীরে,
তুমি ফিরাইতে এলে সুর-পুরে
শাপ-ভ্রষ্টা উর্বশীরে।
অজ্ঞাতবাসে ছিল ফাল্গুনী,
তুমি সহদেব অনুজ সম
হাতে দিলে পুন গাণ্ডীব-ধনু
স্মরণ করালে অতীত মম!
তোমার আদরে যে ফুলগুলিরে
ফুটাইয়া তুলেছিনু নিরালা,
তাই দিয়া গাঁথি দিলাম তোমারে
আশিস আমার 'গানের মালা'।

শুভার্থী
নজরুল ইস্‌লাম

১

বেহাগ—দাদ্‌রা

আমি সুন্দর নহি, জানি হে বন্ধু জানি।
তুমি সুন্দর, তব গান গেয়ে
নিজেরে ধন্য মানি॥

আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে
সুন্দর যারা তাঁদেরে দেখিতে,
রূপ-সুন্দর দেবতার পায়ে
অঞ্জলি দিই বাণী॥

রূপের তীর্থে তীর্থ-পথিক
যুগে যুগে আমি আসি
ওগো সুন্দর, বাজাইয়া যাই
তোমার নামের বাঁশি॥

পরিয়া তোমার রূপ-অঞ্জন
ভুলেছে নয়ন, রাঙিয়াছে মন,
উছলি উঠুক মোর সঙ্গীতে
সেই আনন্দখানি॥

২

ভৈরবী-পিলু—কার্ফা

আধো-আধো বোল
লাজে-বাধো-বাধো বোল
বলো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে
মনে লাগায় দোল—
বলো কানে কানে॥

যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না
শরমে মরম-পাতে দোলে আনমনা,
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল—
বলো কানে কানে॥

যে কথা লুকায়ে থাকে লাজনত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে,
যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল—
বলো কানে কানে॥

যে কথা বলিতে চাহ বেশভূষার ছলে,
যে কথা দেয় বলে তব তনু পলে পলে,
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল—
বলো কানে কানে॥

৩

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

না-ই পরিলে নোটন-খোঁপায়
ঝুমকো-জবার ফুল।
এমনি এসো লুটিয়ে পিঠে
আকুল এলোচুল॥

সজ্জা-বিহীন লজ্জা নিয়ে,
এমনি তুমি এসো প্রিয়ে,
গোলাপ ফুলে রং মাখাতে
হয় যদি হোক ভুল॥

গৌর দেহে না-ই জড়ালে
গৌরী-চাঁপা শাড়ি,
ভূষণ পরে না-ই বা দিলে
রূপের সাথে আড়ি।
যেমন আছ এমনি এসো,
নয়ন তুলে ঈষৎ হেসো,
সেই খুশিতে উঠবে দুলে
আমার হৃদয়-কূল॥

৪

সাহানা-বাহার—কাওয়ালি

অয়ি চঞ্চল-লীলায়িত-দেহা, চির-চেনা !
ফোটাও মনের বনে তুমি বকুল হেনা
চির-চেনা ॥

যৌবন-মদ-গর্বিতা তন্বী
আননে জ্যোৎস্না, নয়নে বহ্নি,
তব চরণের পরশ বিনা
অশোক তরু মুঞ্জরেনা, চির-চেনা ॥

নন্দন-নন্দিনী তুমি দয়িতা চির-আনন্দিতা,
প্রথম কবির প্রথম লেখা তুমি কবিতা।
নৃত্য-শেষের তব নূপুরগুলি হায়
রয়েছে ছড়ানো আকাশে তারকায়,
সুর-লোকে-উর্বশী হে বসন্ত-সেনা ! চির-চেনা ॥

৫

দরবারি-কানাড়া—মিশ্র একতালা

ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি
ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল
ভালোবাসিবার সাধ ॥
কতজন আসে তব ফুলবন—
মলয়, ভ্রমর, চাঁদের কিরণ,
তেমনি আমিও আসি অকারণ
অপরূপ উন্মাদ ॥

তোমার হৃদয়-শুনে জ্বলিছে
কত রবি শশী তারা,
তারি মাঝে আমি ধূমকেতু-সম
এসেছিনু পথ-হারা।

তবু জানি প্রিয়, একদা নিশীথে
মনে পড়ে যাবে আমারে চকিতে,
সহসা জাগিবে উৎসব-গীতে
সকরুণ অবসাদ॥

৬

পিলু—লাউনী

ঝরাফুল-বিছানো পথে
এসো বিজন-বাসিনী।
জ্যোৎস্নায় ছড়ায়ে হাসি
এস সুচারু-হাসিনী॥

এসো জড়ায়ে তব তনুতে,
গোধূলি রামধনুতে,
পাপিয়া-পিক-কূজনে
গাহিয়া মধু-ভাষিণী॥

ছন্দ-দোদুল গতি
এস নোটন কপোতী,
বহায়ে মনের মরুতে
আনন্দ-মন্দাকিনী॥

৭

ভৈরবী—কার্ফা

প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই॥

পরি চাঁপা রঙের শাড়ি, খুঁয়েরি টিপ,
জাগি বাতায়নে, জ্বালি আঁখি-প্রদীপ
মালা চন্দন দিয়ে মোর থালা সাজাই॥

তুমি আসিবে বলে সুদূর অতিথি
জাগি চাঁদের তৃষ্ণা লয়ে কৃষ্ণা-তিথি
কভু ঘরে আসি কভু বাহিরে চাই॥

আজি আকাশে বাতাসে কানাকানি,
জাগে বনে বনে নব ফুলের বাণী,
আজি আমার কথা যেন বলিতে পাই॥

৮

পিলু-খাম্বাজ—কার্ফা

আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে,
প্রিয়তম !
বনের পারে নিরালায় দিও হে দেখা,
নিরুপম॥
সুদূর নদীর ধারে জনহীন বালুচরে—
চখার তরে যথা একা চখী কেঁদে মরে,
সেথা সহসা আসিও গোপন প্রিয়
স্বপন সম॥
তোমার আশায় ঘুরি শত গ্রহে শত লোকে,
আমার বিরহ জাগে বিরহী চাঁদের চোখে,
অকূল পাথার নিরাশার পারায়ে এসো
প্রাণে মম॥

৯

সিন্ধড়া—কাওয়ালি

কার মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজে,—চিনি চিনি।
প্রাণের মাঝে সদা শুনি তারি রাগিণী—
চিনি চিনি॥
বন-শিরীষের জিরিজিরি পাতায়
ধীরে ধীরে ঝিরিঝিরি নূপুর বাজায়,
তমাল-ছায়ায় বেড়ায় ঘুরে মায়া-হরিণী !
চিনি চিনি॥

আমার গানে তারি চরণের অনুরণনে
ছন্দ জাগে রসে গন্ধে রূপে বরণে।
কান পেতে রই দুয়ার-পাশে
তারি আসার আভাস আসে,
ঝঙ্কার তোলে মনের বীণায় বীণ-বাদিনী—
চিনি চিনি॥

১০

কানাড়া-একতালা

নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই
(হে প্রিয়তম)
নিত্য নূতন রূপে আবার আসব এই হেথাই॥

চাঁদনি রাতের বাতায়নে রইবে চেয়ে উদাস মনে,
বলব আমি, 'হারাইনি গো, নাই ভাবনা নাই;
আকাশ-লোকে তারার চোখে তোমার পানে চাই।'
সাঁঝ সকালে জল নিতে যাও যে বনপথ বেয়ে—
ঝরা মুকুল হয়ে আমি সে-পথ দেবো ছেয়ে।

বাতাস হয়ে লহরে তুলে ঘোমটা মুখের দেবো খুলে,
বলবে হেসে, 'হায় কালা-মুখ, তোমার মরণ নাই?'

সত্যি আমার নাই তো মরণ তোমায় ভালোবেসে,
তোমায় আরো পাবার আশায় এলাম নিরুদ্দেশে।
কাছে কাছে ছিলাম বলে
ভুলতে আমায় পলে পলে,
শয়ন-সাথে নাই বলে আজ নয়ন-পাতে পাই।
বাহির ছেড়ে আজ পেয়েছি অন্তরেতে ঠাঁই॥

১১

খাম্বাজ-দাদরা

বল রে তোরা বল ওরে ও আকাশ-ভরা তারা!
আমার নয়ন-তারা কোথায়, কোথায় হল হারা?

দৃষ্টিতে তার বৃষ্টি হতো তোদের অধিক আলো,
আঁধার করে আমার ভুবন কোথায় সে লুকালো?
হাতড়ে ফিরি আকাশ-ভুবন পাইনে তাহার সাড়া॥

খানিক আগে মানিক আমার ছিল রে এই চোখে,
আলোর কুঁড়ি পড়ল ঝরে কোন সে গহন-লোকে।

বলিস তোরা আলোর রাজায়
তাঁহার অসীম আলোক-সভায়
কম হত কি আলো, আমার আঁখির আলো ছাড়া॥

১২

পিলু খাম্বাজ—কার্ফা

বল সখি বল ওরে সরে যেতে বল।
মোর মুখে কেন চায় আঁখি-ছলছল
ওরে সরে যেতে বল॥

পথে যেতে কাঁপে গা
শরমে জড়ায় পা,
মনে হয় সারা পথ হয়েছে পিছল।
ওরে সরে যেতে বল॥

জল নিতে গিয়ে সই
ওর চোখে চেয়ে রই,
সান-বাঁধা ঘাট যেন কাঁপে টলমল্।
ওরে সরে যেতে বল॥

প্রথম বিরহ মোর
চায় কি ও চিত-চোর?
চাঁদনি চৈতী রাতে আনে সে বাদল।
ওরে সরে যেতে বল॥

১৩

ভৈরবী—দাদ্‌রা

নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না
দীপ নিভিতে দাও।
নিবু নিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
ক্ষণিক থাকিয়া যাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

আজও শুকায়নি মালার গোলাপ,
আশা-ময়ূরী মেলেনি কলাপ,
বাতাসে এখনও জড়ানো প্রলাপ,
বারেক ফিরিয়া চাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি
ক্লান্ত করুণ কায়,
সুদূর নহবতে বাঁশরি বাজিতে দাও
উদাস যোগিয়ায়।

হে প্রিয়, প্রভাতে তব রাঙা পায়
বকুল ঝরিয়া মরিতে চায়,
তব হাসির আভায় তরুণ অরুণ প্রায়
দিক রাঙিয়ে যাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

১৪

কালাংড়া—খেমটা

চম্পা পারুল যুথী টগর চামেলা॥
আর সই সইতে নারি ফুল-ঝামেলা॥

সাজায়ে বন-ডালি
বসে রই বন-মালি
যারে দিই এ ফুল সেই হানে হেলাফেলা॥

কে তুমি মায়া-মৃগ
রতির সতিনী গো?
ফুল নিতে আসিলে এ-বনে অবেলা॥

ফুলের সাথে প্রিয়
ফুল-মালিরে নিও,
তুমিও একা সই আমিও একেলা॥

১৫

'কিউবান ডান্সের' সুর

দূর দ্বীপ-বাসিনী,
চিনি তোমারে চিনি।
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো,
সুমন্দভাষিণী॥

প্রশান্ত সাগরে
তুফানে ও ঝড়ে
শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিণী॥

বাজাও কি বুনো সুর
পাহাড়ী বাঁশিতে?
বনান্ত ছেয়ে যায়
বাসন্তী হাসিতে॥
তব কবরী-মূলে
নব এলাচির ফুল
দুলে কুসুম-বিলাসিনী॥

১৬

'ইজিপসিয়ান ডান্সের' সুর

মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে
নেচে যায়।
বিহ্বল চঞ্চল পায়॥

সাহারা মরুর পারে
খর্জুর-বীথির ধারে
বাজায় ঘুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে।
উড়িয়ে ওড়না 'লু' হাওয়ায়
পরি-নটিনী নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

সুর্মা-পরা আঁখি হানে আসমানে,
জ্যোৎস্না আসে নীল আকাশে তার টানে।
ঢেউ তুলে নীল দরিয়ায়
দিল-দরদি নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

দোলে রে গলে দোলে তার
খেজুর-মোতীর সোনার হার
ছন্দ-দোদুল॥
মিসরের আনন্দ সে
চপল 'রমল' ছন্দ সে,
জিয়ানো মিছরি-রসে তার হাসি অতুল॥
নারঙ্গি-আঙুর-বাগে তার
গান গাহে বুলবুল॥

মরীচিকা-মায়া সে
দেয় না ধরা, ছায়া সে,
পালিয়ে সে যায় সুদূর।
যায় নেচে সে নটিনী
নীল দরিয়ার সতিনী
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

১৭

খাম্বাজ মিশ্র—ঠুমরী

বকুল-বনের পাখি
ডাকিয়া আর ভেঙোনা ঘুম।

বকুল—বাগানে মম
ফুরায়েছে ফুলের মরসুম॥

চাঁদের নয়নে চাহি
জাগে না আর সে নেশা,
চাঁপার সুরভি-সুরায়
বিরস বিরহ-মেশা।
আজি মোর জাগার সাথী
একাকিনী নিশীথ নিঝুম॥
পিয়া মোর দূর বিদেশে,—
কারে আর ডাকিছ পাখি
শুকায়ে গিয়াছে হাতে
মালতী-মালার রাখি।
নিভিয়া গিয়াছে প্রদীপ
রেখে গেছে মলিন ধূম॥

১৮

চৈতী—কার্ফা

মনের রঙ লেগেছে
বনের পলাশ জবা অশোকে।
রঙের ঘোর জেগেছে
পারুল কনক-চাঁপার চোখে॥

মুহুমুহু বোলে কুহুকুহু কোয়েলা
মুকুলিত আম্রের ডালে, গাল রেখে ফুলের গালে।
দোয়েলা দোল দিয়ে যায়
ডালিম ফুলের নব কোরকে॥

ফুলের পরাগ-ফাগের রেণু
ঝুরুঝুরু ঝরিছে গায়ে ঝিরিঝিরি চৈতী বায়ে।
বকুল-বনে ঝিমায়
মধুপ মদির নেশার ঝোঁকে॥

হরিত বনে হরষিত মনে
হোরির হর্‌রা জাগে রঙ্গিলা অনুরাগে।
নূতন প্রণয় সাধ
জাগে চাঁদের রাঙা আলোকে॥

১৯

বেহাগ মিশ্র—দাদরা

আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে,
আধখানা চাঁদ নিচে
প্রিয় তব মুখে ঝলকিছে।
গগনে জ্বলিছে অগণন তারা
দুটি তারা ধরণীতে
প্রিয় তব চোখে চমকিছে॥

তড়িৎ-লতার ছিঁড়িয়া আধেকখানি
জড়িত তোমার জরির ফিতায়, রানি!
অঝোরে ঝরিছে নীল নভে বারি,
দুইটি বিন্দু তারি
প্রিয়া তব আঁখি বরষিছে॥

কত ফুল ফোটে ঝরে উপবনে,
তারি মাঝে আছে ফুটি
তোমার অধরে গোলাপ-পাপড়ি দুটি।
মধুর কণ্ঠে বিহগ বিলাপ গাহে,
গান ভুলি' তারা তব অঙ্গনে চাহে
তাহারও অধিক সুমধুর সুর তব
চুড়ি কঙ্কণে ঝনকিছে॥

২০

ইমন মিশ্র—কার্ফা

যবে সন্ধ্যা-বেলায় প্রিয় তুলসী-তলায়
তুমি করিবে প্রণাম।

তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক
প্রিয় নিও মোরও নাম॥
একদা এমনি এক গোধূলি-বেলা
একেলা ছিলাম আমি, তুমি একেলা,
জানি না কাহার ভুল, তোমার পূজার ফুল
আমি লইলাম।
সেই দেউলের পথ সেই ফুলের শপথ
প্রিয়া তুমি ভুলিলে, হায় আমি ভুলিলাম॥

দুধারে পথের সেই কুসুম ফোটে
হায় এরা ভোলেনি,
বেঁধেছিল তরু-শাখে লতার যে ডোর
হের আজও খোলেনি।
একদা যে নীল নভে উঠেছিল চাঁদ
আজি অশ্রুবাদল সেথা ঝরে অবিরাম॥

২১

ভৈরবী—কার্ফা

আঁখি তোলো দানো করুণা
ওগো অরুণা!
মেলি নয়ন জীর্ণ কানন
কর তরুণা॥

আঁখি যে তোমার বনের পাখি
ঘুম সে ভাঙায় আঁধারে ডাকি
আলোক-সাগর জাগাও, বরুণা॥

তব আনত আঁখির পাতার কোলে
তরুণ আলোর মুকুল দোলে।
রঙের কুমার দুয়ারে জাগে
তোমার আঁখির প্রসাদ মাগে,
পাণ্ডুর ভোর হোক তরুণারুণা॥

২২

পিলু মিশ্র-কার্ফা

মদির স্বপনে মম বন-ভবনে
জাগো চঞ্চলা বাসন্তিকা, ওগো ক্ষণিকা।
মোর গগনে উল্কার প্রায়
চমকি ক্ষণেক চকিতে মিলায়
তোমার হাসির যুঁই-কণিকা।
ওগো ক্ষণিকা॥
পুষ্প-ধনু তব মন-রাঙানো
বঙ্কিম ভুরু হানো হানো।
তোমার উতল উত্তরীয়
আমার চোখে ছুঁইয়ে দিও,
মম কণ্ঠ-হারে তুমি মণিকা
ওগো ক্ষণিকা॥

২৩

চৈতী—খেমটা

মুঠি মুঠি আবীর ও কে কাননে ছড়ায়।
রাঙা হাসির পরাগ ফুল-আসনে ঝরায়॥

তার রঙের আবেশ লাগে চাঁদের চোখে,
তা'র লালসার রঙ জাগে রাঙা অশোকে।
তা'র রঙিন নিশান দুলে কৃষ্ণ-চূড়ায়॥

তা'র পুষ্পধনু দোলে শিমুল-শাখায়,
তা'র কামনা কাঁপে গো ভোমরা-পাখায়,
সে খোঁপাতে বেল ফুলের মালা জড়ায়॥

সে কুসমী শাড়ি পরায় নীল-বসনায়,
সে আঁধার মনে জ্বালে লাল রোশনাই।
সে শুকনো বুকে ফাগুন-আগুন ধরায়॥

২৪

ভৈরবী—কাওয়ালি

বল্লরী-ভুজ-বন্ধন খোলো !
অভিসার-নিশি অবসান হলো ॥

পাণ্ডুর চাঁদ হের অস্তাচলে
জাগিয়া শ্রান্ত-তনু পড়েছে ঢলে,
মিলনের মালা ম্লান বক্ষতলে,
অভিমান-অবনত আঁখি তোলো ॥

উতল সমীর আমি ক্ষণিকের ভুল,
কুসুম ঝরাই আমি ফোটাই মুকুল !

আলোকে শুকায় মোর প্রেমের শিশির,
দিনের বিরহ আমি মিলন নিশির,
হে প্রিয় ভীরু এ স্বপন-বিলাসীর
অকরুণ প্রণয় ভোলো ভোলো ॥

২৫

বারোয়াঁ—লাউনী

তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা ॥

কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন ধূলায় ছড়ালে সে ফুল অযথা ॥
পরি খয়েরি শাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে
ও কি ভুল সবই ভুল, নয়নের ও বিহ্বলতা ॥

তুমি পুতুল লয়ে খেলেছ বালিকা-বেলা,
বুঝি আমারে লয়ে তেমনি খেলিলে খেলা।
তব নয়নের জল সে কি ছল, জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙে দাও সহে না এ নীরবতা ॥

২৬

চাঁচনী কেদারা—ত্রিতালী

তরুণ অশান্ত কে বিরহী।
নিবিড় তমসায় ঘন ঘোর বরষায়
দ্বারে হানিছ কর রহি রহি॥

ছিন্ন-পাখা কাঁদে মেঘ-বলাকা,
কাঁদে ঘোর অরণ্য আহত-শাখা।
চোখে আশা-বিদ্যুৎ এলে কোন্ মেঘ-দূত,
বিধুর বঁধুর মোর বারতা বহি॥

নয়নের জলে হেরিতে না পারি
বাহিরে গগনে ঝরে কত বারি।
বন্ধ কুটিরে অন্ধ তিমিরে
চেয়ে আছি কাহার পথ চাহি।

বন্ধু গো, ওগো ঝড়, ভাঙো ভাঙো দ্বার,
তব সাথে আজি নব অভিসার,
ঝরা-পল্লব-প্রায় তুলিয়া লহ আমায়
অশান্ত ও-বক্ষে হে বিদ্রোহী॥

২৭

মেঘ-মল্লার—ত্রিতালী

বরষা ঐ এল বরষা।
অঝোর ধারায় ঝরঝরি অবিরল
ধূসর নীরস ধরা হল সরসা॥

ঘন দেয়া দমকে দামিনী চমকে
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর ঝমঝম ঝমকে,
মনে পড়ে সুদূর মোর প্রিয়তমকে
মরাল মরালীরে হেরি সহসা॥

বেণু-বনে মৃদু মিঠে আওয়াজে
টাপুর টাপুর জল-নূপুর বাজে।
শূন্য শয্যাতলে আনমনে শুনি
সেই নূপুরের ধ্বনি অন্তর-মাঝে।

শ্যাম-সখারে মেঘ-মল্লারে
ডাকি বারেবারে তন্দ্রালসা॥

২৮

দেশ—তেতালা

ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু।
ডাগি একা ভয়ে ভয়ে
নিদ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরু দুরু॥

দামিনী ঝলকে, ঝনকে ঘোর পবন
ঝরে ঝরঝর নীল ঘন।
রহি রহি' দূরে কে যেন কৃষ্ণা মেয়ে
মেঘ পানে ঘন হানে ভুরু॥

অতল তিমিরে বাদলের বায়ে
জীর্ণ কুটিরে জাগি দীপ নিভায়ে!
ঘন দেয়া ডাকে গুরু গুরু॥

২৯

ভাটিয়ালি—কার্ফা

আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো।
চলো আমার বাড়ি
ওগো ভিনগেরামের নারী॥
সোনার ফুলের বাজু দেবো চুড়ি বেলোয়ারী।
ওগো ভিনগেরামের নারী॥

বেঁচি ফলের পেঁচি দেবো, কলমিলতার বালা,
গলায় দেবো টাটকা-তোলা ভাঁট ফুলেরই মালা।
রক্ত-শালুক দিব পায়ে পরবে আলতা তারি।
ওগো ভিনগেরামের নারী॥

হলুদ-চাঁপার বরণ কন্যা! এস আমার নায়
সর্ষে ফুলের সোনার রেণু মাখাব ঐ গায়।
ঠোঁটে দিব রাঙা পলাশ মহুয়া ফুলের মউ,
বকুল-ডালে ডাকবে পাখি, 'বউ গো কথা কও!'
আমি সব দিব গো, যা পারি আর যা দিতে না পারি।
ওগো ভিনগেরামের নারী॥

৩০

মিয়াকি মল্লার—তেতালা

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এস মালবিকা!
অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা,—
মালবিকা॥

ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু-বনে এস অমিতা!
আনো কুন্দ মালতী জুঁই ভরি থালিকা,—
মালবিকা॥

ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস অঞ্জনা রেবা-নদীর তীরে!

পরি হংস-মিথুন-আঁকা শাড়ি ঝিলিমিলি,
এস ডাগর চোখে মাখি সাগরের নীল।
ডাকে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দিগ্-বালিকা,—
মালবিকা॥

৩১

পিলু-বারোয়াঁ—কার্ফা

মেঘ-মেদুর কাঁদে হুতাশ পবন,
কে বিরহী রহি রহি দ্বারে আঘাত হানো।
শাওন ঘন ঘোর ঝরিছে ধারা অঝোর
কাঁপিছে কুটির মোর দীপ-নেভানো॥

বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সংগীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁকি ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো॥
এক হাতে, সুন্দর, কুসুম ফোটাও!
আর হাতে, নিষ্ঠুর, মুকুল ঝরাও!

হে পথিক, তব সুর অশান্ত বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে, হায়!
বিজড়িত তব স্মৃতি চেনা অচেনায়
প্রাণ-কাঁদানো॥

৩২

মিশ্র মালবশ্রী—দাদ্‌রা

আমি অলস উদাস আনমনা।
আমি সাঁঝ-আকাশের শান্ত নিথর
রঙিন মেঘের আলপনা॥

অলস যেমন বনের ছায়া,
নীড়ের পাখি শ্রান্ত-কায়া,
যেমন অলস তৃণের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা॥

নদীর তীরে অলস রাখাল
একলা বসে রয় যেমন,
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণ॥

যেমন অলস দিঘির জলে
থির হয়ে রয় কমল-দলে,
নিতল ঘুমে স্বপন সম
অলস আমি কল্পনা॥

৩৩

খাম্বাজ—ঠুমরী

কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
নব মুকুলিত আমের শাখে॥

যাহার দরশ লাগি
একেলা কুটিরে জাগি,
মোর সাথে পাখিও কি
ডাকিছে তাহাকে॥

চাঁদিনি নিভে যায় আমার চোখে,
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে॥

কুহু স্বর প্রাণে মম
বাজিতেছে তার সম,
চাঁদিনি নিশীথ মোর
বিষাদ-মেঘে ঢাকে॥

৩৪

ভৈরবী—কার্ফা

তোমার হাতের সোনার রাখি
আমার হাতে পরালে।
আমরা বিফল বনের কুসুম
তোমার পায়ে ঝরালে॥

খুঁজেছি তোমায় তারার চোখে
কত সে গ্রহে কত সে লোকে,
আজ এ তৃষিত মরুর আকাশ
বাদল-মেঘে ভরালে॥

দূর অভিমানের স্মৃতি
কাঁদায় কেন আজি গো।
মিলন-বাঁশি সহসা ওঠে
ভৈরবীতে বাজি গো।

হেনেছ হেলা দিয়েছ ব্যথা
মনে কেন আজ পড়ে সে কথা
মরণ-বেলায় কেন এ গলায়
মালার মতন জড়ালে।

৩৫

সারং মিশ্র—কাওয়ালি

বাদল-মেঘের মাদল-তালে
ময়ূর নাচে দুলে দুলে।
আকাশে নাচে মেঘের পরি
বিজলি-জরিন ফিতা পড়ে খুলে॥

কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে,
বনের বেণী কেয়াফুল দুলায়ে,
তালতমাল-বনে কাজল বুলায়ে,
বর্ষারানি নাচে এলোচুলে॥

তরঙ্গ-রঙ্গে নাচে নটিনী
ভরা-যৌবন ভাদর-তটিনী,
পরি ফুলমালা নাচে বনবালা
সবুজ সুধার লহর তুলে॥

৩৬

হিন্দোল মিশ্র—তেওড়া

কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশি।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী॥

বন ঢেলে দেয় উজাড় করে
ফুলের ডালা চরণ পরে,
নীল গগনে আসে ছুটে মেঘের রাশি॥

বিপুল ঢেউ-এর নাগর-দোলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণা নদীর কূলে কূলে।

তোমার প্রলয়-মহোৎসবে
বন্ধু ওগো, ডাকবে কবে?
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন কাঁদন হাসি॥

৩৭

বেহাগ মিশ্র—কাওয়ালি

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লি-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণি॥

রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেলো লয়ে অশনি॥

কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথো মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেলো চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থইথই করে শ্যামল শোভার নবনী॥

শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া।
অঘ্রানে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী॥

শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফেরো উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে, কীর্তন শোনো রাতে মা,
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

৩৮

যোগিয়া—আদ্ধা কাওয়ালি

দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে
আজ শরতের ভোর হাওয়ায়।
শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের
গন্ধে কেন কান্না পায়?

সন্ধ্যাবেলার পাখির সম
মন উড়ে যায় নীড়-পানে।
নয়ন-জলের মালা গাঁথে
বিরহিনী একলা, হায়।

কোন সুদূরে নওবতে কার
বাজে সানাই যোগিয়ায়,
টলমল টলিছে মন
কমল-পাতে শিশির-প্রায়।

ফেরেনি আজ ঘরে কে হায়
ঘরে যে তার ফিরবে না,
কেঁদে কেঁদে তারেই যেন
ডাকে বাঁশি, 'ফিরে আয়!'

৩৯

লাচ্ছাশাখ—ত্রিতালী

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি।
অশান্ত এ চিত করো হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখো মতি॥

দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে,
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি॥

মন যেন না টলে খল কোলাহলে
হে রাজ-রাজ !

অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজো।
বহে তব ত্রিলোক ব্যাপিয়া, হে গুণী,
ওঙ্কার-সংগীত-সুর-সুরধুনী,
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি॥

৪০

ভূপালী মিশ্র—কার্ফা

দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা।
সকাল সাঁঝে সকল কাজে জপি সে নাম নিরালা॥

সেই নাম বসন ভূষণ আমারি,
সেই নামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারি,
সেই নাম লয়ে বেড়াই কেঁদে
সেই নামে আবার জুড়াই জ্বালা॥

সেই নামেরই নামাবলি গ্রহ তারা রবি শশী
দোলে গগন-কোলে।
মধুর সেই নাম প্রাণে সদা বাজে,
মন লাগে না সংসার-কাজে,
সে নামে সদা মন মাতোয়ালা॥

আদর সোহাগ মান অভিমান আপন মনে
তার সাথে,
কাঁদায়ে কাঁদি, পায়ে ধরে সাধি,
কভু করি পূজা, কভু বুকে বাঁধি,
আমার স্বামী সে ভুবন-উজালা॥

৪১

মার্চের সুর

শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ।
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই॥

আগে জাগে বাধা ও ভয়,
ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়
জানি মোরা হবই হব জয়ী॥

জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
রে নবীন, আন নব পথের দিশা,
নিশিশেষের উষা,
কেহ নাই দেশে মানুষ তোমরা বই॥

স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন—
চল ওরে কাঁচা চল নবীন,
দৃপ্ত চরণে নৃত্য দোল জাগায়ে মরুতে রে বেদুঈন!
'নাই নিশি নাই' ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী॥

৪২

মার্চের সুর

চল রে চপল তরুণ-দল বাঁধন-হারা।
চল অমর সমরে, চল্ ভাঙি কারা
জাগায়ে কাননে নব পথের ইশারা॥

প্রাণ-স্রোতের ত্রিধারা বহায়ে তোরা
ওরে চল।

জোয়ার আনি মরা নদীতে
পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা॥

ডাকে তোরে মায়ার ঘোরে জননী তোর,
'ওরে ফিরে আয় ফিরে ঘরে !'
তারে ভোল ওরে ভোল
তোরা যে ঘর-ছাড়া ॥

তাজা প্রাণের মঞ্জরী ফুটায়ে পথে
তোরা চল,
রহে কে ভুলি ছেঁড়া পুঁথিতে
তাদের পরানে জাগা সাড়া ॥

রণ-মাদল মন মাতায় ঘন বাজে গুরু গুরু।
আঁধার ঘরে কে আছে পড়ে
তাদের দুয়ারে দে রে নাড়া ॥

৪৩

মার্চের সুর

বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভারে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চিরচঞ্চল ॥

আয় ওরে আয় তালে তালে পায়ে পায়ে
আশা জাগায়ে নিরাশায়।
আয় ওরে আয় প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল ॥

ঝঞ্ঝায় বাজে রণ-মাদল
চল চল
ভোল ভোল জননীর স্নেহ-অঞ্চল ॥

ডাকে বিধুর প্রিয়া সুদুর
ভোল তারে ডাকে তোরে তূর্য-সুর।
দল দল পায় ভয় ভাবনায়
শ্মশানে জাগা প্রাণ
আপন-ভোলা পাগল ॥

৪৪

মিশ্র সুর—একতালা

জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা॥

তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হতে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটি পাতা॥

স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধুলি-মাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাই কো তাহা ভূ-ভারতে।
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার বিজয়-গাথা॥

আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতেরে প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মাগো রূপ ধরে আসেন বিধাতা॥

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে,
দেখে-শুনে হয় মা মনে, নেই কো বিচার, নেই বিধাতা॥

৪৫

ভূপালী—দাদরা

কে পরাল মুণ্ডমালা
আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্র-দল জীবন-কমল
দোলে রে যাঁর চরণ-তলে॥

কে বলে মোর মা-কে কালো,
মায়ের হাসি দিনের আলো,
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি
গগন-পবন-জলে-স্থলে॥

শিবের বুকে চরণ যাঁহার
কেশব যাঁরে পায় না ধ্যানে,
শব নিয়ে সে রয় শ্মশানে
কে জানে কোন অভিমানে।

সৃষ্টিরে মা রয় আবরি,
সেই মা নাকি দিগম্বরী?
(তাঁরে) অসুরে কয় ভয়ঙ্করী
ভক্ত তাঁয় অভয় বলে॥

৪৬

নটনারায়ণ—কেওড়া

নাচে রে মোর কালো মেয়ে
নৃত্য-কালি শ্যামা নাচে।
নাচ হেরে তার নটরাজও
পড়ে আছে পায়ের কাছে॥

মুক্তকেশী আদুল্ গায়ে
নেচে বেড়ায় চপল পায়ে,
মার চরণে গ্রহতারা নূপুর হয়ে জড়িয়ে আছে॥

ছন্দ-সরস্বতী দোলে পুতুল হয়ে মায়ের কোলে;
সৃষ্টি নাচে, নাচে প্রলয়, মায়ের আমার পায়ের তলে।

আকাশ কাঁপে নাচের ঘোরে,
ঢেউ খেলে যায় সাত সাগরে,
সেই নাচনের পুলক দোলে ফুল হয়ে রে লতায় গাছে॥

৪৭

দরবারি-কানাড়া-মিশ্র—রূপক

মাতল গগন-অঙ্গনে ঐ
আমার রণ-রঙ্গিণী মা।

সেই মাতনে উঠল দুলে
ভূলোক দ্যুলোক গগন-সীমা॥

আঁধার-অসুর-বক্ষপানে
অরুণ আলোর খড়্গ হানে,
মহাকালের ডম্বরুতে
উঠল বেজে মার মহিমা॥

সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর
বাজে শ্যামার যুগল পায়ে,
গড়িয়ে পড়ে তারার মালা
উল্কা হয়ে গগন-গায়ে।

লক্ষ গ্রহের মুণ্ডমালা দোলে গলে দোলে ঐ,
বজ্র-ভেরীর ছন্দ-তালে নাচে শ্যামা তাথৈ থৈ!
অগ্নি-শিখায় ঝলকে ওঠে
খড়্গ-ঝরা লাল শোণিমা॥

৪৮

আনন্দ-ভৈরবী—দাদ্‌রা

দেখে যা রে রুদ্রাণী মা
হয়েছে আজ ভদ্রকালি।
শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে
শ্মশান-মাঝে শিব-দুলালী॥

আজ প্রশান্ত সিন্ধুতে রে
অশান্ত ঝড় থেমেছে রে,
মা'র কালো রূপ উপচে পড়ে
ছাপিয়ে গগন-ডালি॥

আজ অভয়ার ওষ্ঠে জাগে
শুভ্র করুণ শান্ত হাসি,
আনন্দে তাই বিষাণ ফেলে
মহেন্দ্র ঐ বাজায় বাঁশি।

ঘুমিয়ে আছে বিশ্ব-ভুবন
মায়ের কোলে শিশুর মতন,
(মায়ের) পায়ের লোভে মনের বনে
ফুল ফুটেছে পাঁচ-মিশালি ॥

৪৯

দুর্গা—গীতাঙ্গী

মহাকালের কোলে এসে গৌরী আমার হলো কালী ॥
মুখে তাহার পড়ুক কালি
(মাকে) কালো বলে যে দেয় গালি ॥

মায়ের অমন রূপ কি হারায়?
(সে যে) ছড়িয়ে আছে চন্দ্র-তারায়;
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি ॥

ভৈরবেরে বরণ করে উমা হলো ভৈরবী,
মা অভিমানে শ্মশানবাসী শিবের জটায় জাহ্নবী!

পার্বতী মোর পাগলি মেয়ে
চণ্ডী সেজে বেড়ায় ধেয়ে,
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হলো মা'র রূপের ডালি ॥

৫০

বারোয়াঁ—দাদরা

শ্মশান-কালীর নাম শুনে রে ভয় কে পায়?
মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায় ॥

আনন্দেরই নন্দিনী সে,
অমৃত নীল-কণ্ঠ-বিষে,
চরণ শোভে অরুণ আলোর লাল জবায় ॥

চার হাতে তার চার যুগেরই খঞ্জনী
নৃত্য-তালে নিত্য ওঠে রণ্ঝনি।

অন্নদা মোর নিল তুলি
সাধ করে রে ভিক্ষা-ঝুলি,
পায় না ধ্যানে যোগীন্দ্র সেই যোগ-মায়ায়॥

৫১

ভৈরোঁ—দাদ্‌রা

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
জাগো শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণা-তিথির তিমির অপসারি॥

ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে
ঘরে ঘরে, নারায়ণ, তোমাকে!
ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম
ডাকিছে যমুনা-বারি॥

হরি হে, তোমায় সজল নেত্রে
ডাকে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে।
দুঃশাসন-সভায় দ্রৌপদী
ডাকিছে লজ্জাহারী॥

মহাভারতের হে মহাদেবতা,
জাগো জাগো, আনো আলোক-বারতা!
ডাকিছে গীতার শ্লোক অনাগতা
বিশ্বের নর-নারী॥

৫২

ধানী মিশ্র—কাওয়ালি

লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছে আমার সনে।
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম, ধরা পড়ো ক্ষণে ক্ষণে॥

গহন মেঘে লুকাতে চাও, অমনি চরণ-ছোঁওয়া লেগে
যে পথে ধাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,
চপল হাসি চমকে বেড়ায় বিজলিতে নীল গগনে॥

রবি-শশী-গ্রহ-তারা তোমার কথা দেয় প্রকাশি,
ঐ আলোতে হেরি তোমার তনুর জ্যোতি মুখের হাসি।
হাজার কুসুম ফুটে ওঠে যেমনি লুকাও শ্যামল বনে॥

মনের মাঝে যেমনি লুকাও, মন হয়ে যায় অমনি মুনি,
ব্যথায় তোমার পরশ যে পাই, ঝড়ের রাতে বংশী শুনি,
দুষ্টু তুমি দৃষ্টি হয়ে থাক আমার এই নয়নে॥

৫৩

(গ্রীষ্ম)

কামোদ-শ্রী—দাদরা

খর রৌদ্রের হোমানল জ্বালি
তপ্ত গগনে জাগি।
রুদ্র তাপস সন্ন্যাসী বৈরাগী॥

সহসা কখন বৈকালী ঝড়ে
পিঙ্গল মম জটা খুলে পড়ে,
যোগী শঙ্কর প্রলয়ঙ্কর
জাগে চিত্তে ধেয়ান ভাঙি॥

শুষ্ক কণ্ঠে শ্রান্ত ফটিকজল,
ক্লান্ত কপোত কাঁদায় কানন-তল,
চরণে লুটায় তৃষিতা ধরণী
আমার শরণ মাগি॥

৫৪

(বর্ষা)

মেঘ-ত্রিতালী

শ্যামা তন্বী আমি মেঘ-বরণা।
মোর দৃষ্টিতে বৃষ্টির ঝরে ঝরনা॥

অম্বরে জলদ-মৃদঙ্গ বাজাই,
কদম-কেয়ায় বন-ডালা সাজাই,
হাসে শস্যে কুসুমে ধরা নিরাভরণা॥

পূবালি হাওয়ায় ওড়ে কালো কুন্তল,
বিজলি ও মেঘ-মুখে হাসি, চোখে জল।
রিমিঝিমি নেচে যাই চল-চরণা॥

৫৫

(শরৎ)

রামকেলি—কার্ফা

মম আগমনে বাজে আগমনীর সানাই।
সহসা প্রভাতে 'আমি এসেছি' জানাই॥

আমি আনি দেশে দশ-ভুজার পূজা,
কোজাগরী নিশি জাগি আমি অনুজা।

বুকে শাপলা কমল—
মালা দোলে টলমল
আমি পরদেশী বন্ধুরে স্বদেশে আনাই॥

৫৬

হৈমন্তী—তেওড়া

উত্তরীয় লুটায় আমার
ধানের ক্ষেতে হিমলে হাওয়ায়।
আমার চাওয়া জড়িয়ে আছে
নীল আকাশের সুনীল চাওয়ায়॥

ভাঁটির শীর্ণ নদীর কূলে
আমার রবি-ফসল দুলে,
নবান্নেরই সুঘ্রাণে মোর
চাষির মুখে টপ্পা গাওয়ায়॥

৫৭

যোগিয়া—একতালা

ওরে ও স্রোতের ফুল !
ভেসে ভেসে হায় এলি অসহায়
কোথায় পথ-বেভুল ॥

কোল খালি করে কোন লতিকার
নিভাইয়া নয়নের জ্যোতি কার,
বনের কুসুম অকূল পাথারে
খুঁজিয়া ফিরিস কূল ॥

ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে
ঠেলে ফেলে দিল যারে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো
তাহারে ধরিতে পারে ?

জল নয়, তোর জননী যে ভুঁই,
অভিমানী ! সেথা চল ফিরে তুই,
ধূলিতেও যদি ঝরিস্ সেথায়
স্বর্গ সেই অতুল ॥

৫৮

জয়জয়ন্তী—একতালা

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে
নাম-না-জানা গানের পাখি, তোমার গানের সুরে ॥

জানাতে হায় এলে কোথা
বনের ছায়ার মনের ব্যথা,
তরুর স্নেহ ফেলে এলে মরুর বুকে উঠে ॥

এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে এসে সজল নয়ন-পাতে।

ওরে পাখি, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়,
বন্ধনে যে বাঁধা মলিন মাটি পুরে॥

৫৯

কাজরী—লাউনী

এল শ্যামল কিশোর,
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা।
সুনীল শাড়ি পরো ব্রজ-নারী
পরো নব নীপ-মালা অতুলনা।
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা॥

ডাগর চোখে কাজল দিও,
আকাশি-রঙ পরো উত্তরীয়,
নব-ঘন-শ্যামের বসিয়া বামে
দুলে দুলে বলিব, 'বঁধু, ভুলো না!'
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা॥

নৃত্য-মুখর আজি মেঘলা দুপুর,
বৃষ্টির নূপুর বাজে টুপুর টুপুর।

বাদল-মেঘের তালে বাজিছে বেণু,
পাণ্ডুর হল শ্যাম মাখি কেয়া-রেণু
বাহুতে দোলনায় বাঁধিবে শ্যামরায়
বলিব, 'হে শ্যাম, এ বাঁধন খুলো না!'
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা॥

৬০

ইমন মিশ্র—কাহারবা

এল এল রে বৈশাখী ঝড়।
ঐ বৈশাখী ঝড় এল এল মহীয়ান সুন্দর।
পাংশু মলিন ভীত কাঁপে অম্বর, চরাচর, থরথর॥

ঘন বন-কুন্তলা বসুমতী
সভয়ে করে প্রপতি,
(সভয়ে) নত চরণে ভীতা বসুমতী।
সাগর-তরঙ্গ-মাঝে
তারি মঞ্জীর যেন বাজে,
বাজে রে পায়ে গিরি-নির্ঝর—
ঝরঝর ঝরঝর॥

ধূলি-গৈরিক নিশান দোলে
ঈশান-গগন-চুম্বী,
ডম্বরু ঝল্লরী ঝনঝন বাজে,
এল ছন্দ বন্ধ-হারা
এল মরু-সঞ্চয়,
বিজয়ী বীরবর॥

৬১

যোগিয় মিশ্র—দাদ্‌রা

ঘুমাও, ঘুমাও! দেখিতে এসেছি,
ভাঙিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারো চোখে নামে
নিঁদালির মরসুম॥

দেখিতে এলাম হয়ে কুতূহলি
চাঁপা ফুল দিয়ে তৈরি পুতলি,
দেখি, শয্যায় স্তূপ হয়ে আছে
জ্যোৎস্নার কুঙ্কুম।
আমি নয়, ঐ কলঙ্কী চাঁদ
নয়নে হেনেছে চুম॥

রাগ করিয়ো না, অনুরাগ হতে
রাগ আরো ভালো লাগে,
তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায়
কেউ বা শিরাজি মাগে!

মনে করো, আমি ফুলের সুবাস,
চোর জ্যোৎস্না, লোলুপ বাতাস,
ইহাদের সাথে চলে যাব প্রাতে
অগোচর নিঝঝুম॥

৬২

বেহাগ মিশ্র—দাদ্‌রা

কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায়-মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগালে জোয়ার ভাঙিলে আমার
সাগর-কূলের বাঁধ॥

তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ভোলাও জাগাও ভুলে-যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে পরানে জড়াই
তোমার রূপের ফাঁদ॥

চাহি না তোমায়, তবু তোমারেই
ভাবি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দশী।

সুন্দর তুমি, তবু ভয় মনে
আছে কলঙ্ক জ্যোৎস্নার সনে,
মুখোমুখি বসি কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ॥

৬৩

ছায়ানট—একতালা

শূন্য এ বুকে পাখি মোর
আয় ফিরে আয় ফিরে আয়।

তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়॥

তুই নাই বলে ওরে উন্মাদ
পাণ্ডুর হলো আকাশের চাঁদ,
কেঁদে নদী-জল করুণ বিষাদ
ডাকে, 'আয় তীরে আয়!'

আকাশে মেলিয়া শত শত কর
খোঁজে তোরে তরু, ওরে সুন্দর।
তোর তরে বনে উঠিয়াছে ঝড়
লুটায় লতা ধুলায়॥

তুই ফিরে এলে, ওরে চঞ্চল,
আবার ফুটিয়া বনে ফুল-দল,
ধূসর আকাশ হইয়া সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায়॥

৬৪

ভৈরবী—দাদরা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কান্না পাওয়াও কাননকে গো
ফুল-ঝরা প্রভাতে॥

তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর,
তুমি ফোটার আগের ঝরা মুকুল
বৈশাখী হাওয়াতে॥

তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি
মরা নদীর চরে,
তুমি শ্বেত-বসনা অশ্রুমতী
উৎসব-বাসরে।

তুমি মরুর বুকে পথ-হারা
গোপন ব্যথার ফল্গু-ধারা,
তুমি নীরব বীণা বাণীহীনা।
সঙ্গীত-সভাতে।

৬৫

মালকৌষ মিশ্র—দাদরা

রাত্রি-শেষের যাত্রী আমি
যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার
চোখের জলের লেখা॥

ফোটার আগে ঝরল যে ফুল
সঙ্গী আমার সেই সে মুকুল,
ছায়াপথে জাগে আমার
বিদায়-পদ-রেখা॥

অনেক ছিল আশা আমার
অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হলো না পেয়ে কার
আঁখির পরসাদ।

অনেক রাতে ঘুমের ঘোরে
এস না আর খুঁজতে মোরে,
তারার দেশে চন্দ্রলোকে
হবে আবার দেখা॥

৬৬

আশাবরী—দাদরা

ফুলের মতন ফুল্ল মুখে
দেখছি একি ভুল।

হাসির বদল দুলছে সেথায়
অশ্রুকণার দুল॥

রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে,
গাইতে এসে কাঁদছে বসে
বাণ-বেঁধা বুলবুল॥

ভোর গগনে পূর্ণ চাঁদের
এমনি মলিন-মুখ,
ঝড়ের কোলে এমনি দোলে
প্রদীপ-শিখার বুক।

ম্লান-মাধুরী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দুলে,
করুণ তুমি বিসর্জনের
দেবীর সমতুল॥

৬৭

ভৈরবী—কার্ফা

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি
মোরে কাঁদায় নিতি
যে ফিরিবে না আর।
ফিরায়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় মোরে বারেবার॥

তার দেওয়া ফুলমালা যত দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্নমালা কুড়ায়ে নিরালা
আজি রাখি হিয়ায়।
বারেবারে ডাকি প্রিয় নাম ধরে তার॥

হানি অবহেলা যারে দিয়াছি বিদায়
আজি তারেই খুঁজি, সে কোথায় সে কোথায়।

জ্বালি নয়ন-প্রদীপ জাগি বাতায়নে,
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে,
আজি স্বর্গ শূন্য মোর তার বিহনে,
কাঁদি আকাশ বাতাস মরে করে হাহাকার॥

৬৮

জয়জয়ন্তী মিশ্র—দাদরা

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার সামনে।
দুলে গো আমার ঘুমে জাগরণে॥

হুতাশ-ভরা বাতাস বহে
আমার কানে কি কথা কহে,
দিনগুলি মোর যায় যে ঝরে
ঝরা পাতার সনে॥

গিয়াছে চলি, সুখের যাহারা ছিল গো সাথী,
গিয়াছে নিভে জ্বলিতেছিল যে শিয়রে বাতি।

স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া
একে একে হায় পড়িছে ঝরিয়া,
বিদায় বেলায় শুনি যে বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে॥

৬৯

ভৈরবী মিশ্র—দাদরা
(আগমনী)

দশ হাতে ঐ দশ দিকে মা
ছড়িয়ে এল আনন্দ।
ঘরে ফেরার বাজল বাঁশি
বইছে বাতাস সুমন্দ।
আনন্দ রে আনন্দ॥

আমার মায়ের মুখের হাসি
শরৎ-আলোর কিরণ রাশি,
কমল-বনে উঠছে ভাসি
মায়ের গায়ের সুগন্ধ।
আনন্দ রে আনন্দ॥

উঠছে বেজে দিগ্বিদিকে ছুটির মাদল মৃদঙ্গ,
মনে আজি নাই ঠিকানা, যেন বনের কুরঙ্গ।

দেশান্তরী ছেলে-মেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে,
শিশির-নীরে এল নেয়ে
স্নিগ্ধ অকাল-বসন্ত।
আনন্দ রে আনন্দ॥

৭০

বাউল-ভাটিয়ালি মিশ্র—দাদ্‌রা
(আগমনী)

মা এসেছে মা এসেছে
উঠছে কলরোল।
দিকে দিকে উঠল বেজে
সানাই কাঁসর ঢোল॥

ভরা নদীর কূলে কূলে,
শিউলি শালুক পদ্মফুলে—
মায়ের আসার আভাস দুলে,
আনন্দ-হিল্লোল।
সেই-পুলকে পড়ল নিটোল
নীল আকাশে টোল॥

বিনা-কাজের মাতন রে আজ কাজে দে ভাই ক্ষমা,
বে-হিসাবি করব খরচ সাধ যা আছে জমা।

এক বছরের অতৃপ্তি ভাই
এই ক'দিনে কিসে মিটাই,
কে জানে ভাই ফিরব কিনা
আবার মায়ের কোল।
আনন্দে আজ আনন্দকে
পাগল করে তোল॥

৭১

বেহাগ খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ঐ কাজল-কালো চোখ
আদি কবির আদি রসের
যেন দু'টি শ্লোক।
ঐ কাজল-কালো চোখ॥

পুষ্প-লতায় পত্র-পুটে
দু'টি কুসুম আছে ফুটে
সেই আলোকে রেঙে উঠে
বনের গহন লোক (গো)
আমার মনের গহন লোক॥

রূপের সায়র সাঁতরে বেড়ায়
পানকৌড়ি পাখি
ঐ কাজল-কালো আঁখি।
মদির আঁখির নীল পেয়ালায়
শারাব বিলাও নাকি,
মদালসা সাকি!

তারার মতো তন্দ্রাহারা
তোমার দুটি আঁখি-তারা
আমার চোখে চেয়ে চেয়ে
অশ্রু-সজল হোক॥

৭২

পাহাড়ী-কার্ফা

ও কালো বউ ! যেয়ো না আর যেয়ো না আর
জল আনিতে বাজিয়ে মল।
তোমায় দেখে শিউরে ওঠে
কাজলা দিঘির কালো জল॥

দেখে তোমার কালো আঁখি
কালো কোকিল ওঠে ডাকি,
তোমার চোখের কাজল মাখি
হয় সজল ঐ মেঘ-দল॥

তোমার কালো রূপের মায়া
দুপুর রোদে শীতল ছায়া,
কচি অশথ পাতায় টলে
ঐ কালো রূপ টলমল॥

ভাদর মাসের ভরা ঝিলে
তোমার রূপের আদল মিলে,
তোমার তনুর নিবিড় নীলে
আকাশ করে ঝলমল॥

৭৩

বসন্ত মিশ্র—দাদ্‌রা

আগের মতো আমের ডালে বোল ধরেছে বৌ।
তুমি শুধু বদ্‌লে গেছ, আগের মানুষ নও॥

তেমনি আজো তোমার নামে
উথ্‌লে মধু গোলাপ-জামে,
উঠল পুরে জামরুলে রস মহুল ফুলে মউ।
তুমিই শুধু বদ্‌লে গেছ, আগের মানুষ নও॥

ডালিম-দানায় রঙ লেগেছে, ডাঁশায় নোনা আতা,
তোমার পথে বিছায় ছায়া ছাতিম তরুর ছাতা।

তেমনি আজো নিমের ফুলে
ঝিম হয়ে ঐ ভ্রমর দুলে,
হিজল-শাখায় কাঁদছে পাখি বউ গো কথা কও।
তুমিই শুধু বদলে গেছ, আগের মানুষ নও॥

৭৪

ভাটিয়ালি-কার্ফা

তোর রূপে সই গাহন করে জুড়িয়ে গেল গা।
তোর গাঁয়েরই নদীর ঘাটে বাঁধলাম মোর না॥

তোর চরণের আলতা লেগে
পরান আমার উঠল রেঙে,
তোর বাউরি-কেশে জড়িয়েছে মন, চলতে চায় না পা॥

তোর বাঁকা ভুরু বাঁকা আঁখি বাঁকা চলন, সই,

উড়ে এলি দেশান্তরী
তুই কি ডানা-কাটা পরী?
তুই শুকতারারই সতিনী সই, সন্ধ্যাতারার জা॥

৭৫

মার্চ-সংগীত

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে॥

দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।

জড়ের মতন বেঁচে কি ফল?
কে রবি পড়ে লাজে॥

বহে স্রোত জীবন-নদীর,
চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয়,
দূর সাগর ডেকে যায়।
হবি মৃত্যু-পাথার পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥

পাঁওদল রণে চল চল রণে চল
মরুতে ফুটাতে পারে ঐ পদতল
প্রাণ-শতদল।

বিঘ্ন-বিপদে করি সহায়
না-জানা-পথের যাত্রী আয়,
স্থান দিতে হবে আজি সবায়
বিশ্ব-সভা-মাঝে॥

৭৬

বাউল-লোফা

আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়
বারেবারে।
তার নূপুর-ধ্বনি রিনিঝিনি বাজে
বন-পারে॥

নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
সে ডাকে আমায় বেণুর রবে,
স্বপন-কুমার আসে স্বপন-অভিসারে॥

যবে জল নিতে যাই নদীতটে একলা
নাম ধরে সে ডাকে,
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়
বন-পথের বাঁকে।

বিশ্ব-বধূর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয় না ধরা,
আমি তারি স্বয়ম্বরা
সঁপেছি প্রাণ তারে॥

৭৭

পরজ-বসন্ত—তেতালা

এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত।
বনে বনে মনে মনে রঙ সে ছড়ায় রে,
চঞ্চল তরুণ দুরন্ত॥

বাঁশিতে বাজায় সে বিধুর
পরজ-বসন্তের সুর,
পাণ্ডু-কপোল জাগে রঙ নব অনুরাগে
রাঙা হলো ধূসর দিগন্ত॥

কিশলয়ে পর্ণে অশান্ত
ওড়ে তার অঞ্চল-প্রান্ত
পলাশ-কলিতে তার ফুল-ধনু লঘু-ভার
ফুলে ফুলে হাসি-অফুরন্ত॥

এলোমেলো দখিনা মলয় রে
প্রলাপ বকিছে বনময় রে
অকারণ মনোমাঝে বিরহের বেণু বাজে
জেগে ওঠে বেদনা ঘুমন্ত॥

৭৮

সিন্ধু-ভৈরবী মিশ্র—দাদ্‌রা

সহসা কি গোল বাধাল পাপিয়া আর পিকে।
গোলাপ ফুলের টকটকে রঙ চোখে লাগে ফিকে॥

নাই বৃষ্টি বাদল ওলো
দৃষ্টি কেন ঝাপসা হলো?
অশ্রু-জলের ঝালর দোলে চোখের পাতার চিকে॥

পলাশ-কুঁড়ির লাল আখরে বনের দিকে দিকে
আমার মনের গোপন কথা কে গেল সই লিখে।
মনের আমার পাইনে লো খেই,
কে যেন নেই, কী যেন নেই,
কে বনবাস দলি আমার মনের বাসন্তীকে॥

৭৯

ভজন

এস কল্যাণী, চির আয়ুষ্মতী!
তব নির্মল করে জ্বালো ভবন-প্রদীপ
জ্বালো জ্বালো জ্বালো সতী॥

মঙ্গল-শঙ্খ বাজাও বাজাও অয়ি অয়ি সুমঙ্গলা!
সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল করো দূর শুভ-সমুজ্জ্বলা!
এস মাটির কুটিরে দূর আকাশের অরুন্ধতী॥

এস লক্ষ্মী গৃহের, আঁকো অঙ্গনে সুমঙ্গল আলপনা,
তব পুণ্য-পরশ দিয়ে ধুলি-মুঠিরে করো গো সোনা।

স্নান-শুদ্ধা তুমি পূজা-দেউলে যবে করো আরতি,
আনত আকাশ যেন তব চরণে করে প্রণতি।
তব কুণ্ঠিত গুণ্ঠন-তলে
চির-শান্তির ধ্রুবতারা জ্বলে,
সংসার-অরণ্যে ধ্যান-মগ্না তুমি তপতী স্নিগ্ধজ্যোতি॥

৮০

ভজন

দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ
দাও দাও প্রাণ।

দাও অমৃত মৃত-জনে
দাও ভীত-চিত জনে শক্তি অপরিমাণ
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু,
দিও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ দাও শুদ্ধ জ্ঞান
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও দেহে দিব্যকান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি মঙ্গল-কল্যাণ।
হে সর্বশক্তিমান ॥

ভীতি-নিষেধের ঊর্ধ্বে স্থির
রহি যেন চির-উন্নত শির,
যাহা চাই যেন জয় করে পাই
গ্রহণ না করি দান
হে সর্বশক্তিমান ॥

৮১

ভৈরবী—দাদরা

চাঁদের দেশের পথ-ভোলা ফুল চন্দ্রমল্লিকা।
রঙ-পরিদের সঙ্গিনী তুই
অঙ্গে চাঁদের রূপ-শিখা ॥

ঊষর ধরায় আস্‌লি ভুলে
তুষার দেশের রঙ্গিনী,
হিমেল দেশের চন্দ্রিকা তুই
শীত-শেষের বাসন্তিকা ॥

চাঁদের আলো চুরি করে
আনলি তুই মুঠি ভরে,

দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম
তাই তোরে আদর করে।

ভঙ্গিমা তোর গরব-ভরা,
রঙ্গিমা তোর হৃদয়-হারা,
ফুলের দলে ফুলরানি তুই
তোরেই দিলাম জয়টিকা॥

৮২

হোরি

রঙ্গিলা আপনি রাধা
(হরি) তারে হোরির রঙ দিয়ো না।
ফাগুনের রানিরে, শ্যাম,
আর ফাগে রাঙিয়ো না॥

রাঙা আবির রাঙা ঠোঁটে
গালে ফাগের লালী ফোটে,
রঙ-সায়রে নেয়ে উঠে
অঙ্গে ঝরে রঙের সোনা॥

অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা ক্ষণে ক্ষণে,
অন্তরে যার রঙের লীলা
(তারে) বাহিরের রঙ লাগিয়ো না॥

৮৩

কালাংড়া—খেমটা

কুঙ্কুম আবির ফাগের
লয়ে থালিকা
খেলিছে 'রসিয়া' হোরি
ব্রজ-বালিকা॥

হোরির অনুরাগে
যমুনায় দোলা লাগে,
রাঙা কুসুম হানে
শ্যামে মাধবিকা ॥

রঙের গাগরিতে
রঙিলা ঘাগরিতে
হোরির মাতন লাগায়
নাগর-নাগরিকা ॥

জেগেছে রঙের নেশা
মাধবী মধু-মেশা
মনে বনে দোলে
রাঙা ফুল-মালিকা ॥

৮৪

ভৈরবী-পিলু—কাওয়ালি

এল ফুল-দোল ওরে এল ফুল-দোল
আনো রঙ-ঝারি।
পলাশ-মঞ্জরী পরি অলকে
এস গোপ-নারী ॥

ঝরিছে আকাশে রঙের ঝরনা,
শ্যামা ধরণী হলো আবির-বরণা,
ত্যাজি গৃহ-কাজ এস চল-চরণা
ডাকে গিরিধারী ॥

পরাগ-আবির হানে বনধালা
সুরের পিচকারি হানিছে কুহু,
রঙিন স্বপন ঝরে রাতের ঘুমে
অনুরাগ-রঙ ঝরে মনে মুহুমুহু।

রাঙে গিরি-মল্লিকা রঙিন বর্ণে,
রাতের আঁচল ভরে জ্যোছনার স্বর্ণে,
কূলের কালি সখি দেবে ধুয়ে
রাঙা পিচকারি॥

৮৫

মাঢ় মিশ্র—কার্ফা

যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটি খোঁপার ফুল।
আমার চোখে চেয়ে যেয়ো একটু চোখের ভুল॥

অধর কোণের ঈষৎ হাসির ক্ষণিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার মনের গহন কালোকে,
যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দুলিয়ে যেয়ো দুল॥

একটি কথা কয়ে যেয়ো, একটি নমস্কার,
সেই কথাটি গানের সুরে গাইব বারেবার
হাত ধরে মোর বন্ধু ভুলো একটু মনের ভুল॥

৮৬

মার্চের সুর

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী
জাগো জাগো!
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি।
জাগো জাগো॥

দ্রিম দ্রিম দ্রিম রণ-ডঙ্কা
শোনো বোলে, নাহি শঙ্কা!
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী॥

অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান।
আমরা সৃজিয়া যাই
নূতন যুগ ভাই,
আমরা নবতম ভারত-বিধাত্রী॥

সাগরে শঙ্খ ঘন ঘন বাজে,
রণ-অঙ্গনে চল কুচকাওয়াজে,
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে।
ভারত-রক্ষী মোরা নব শাস্ত্রী॥

৮৭

ভীম-পলশ্রী-মিশ্র—দাদরা

ডেকো না আর দূরের প্রিয়া
থাকিতে দাও নিরালা।
কি হবে হায় বিদায়-বেলায়
এনে সুধার পিয়ালা॥

সুখের দেশের পাখি তুমি
কেন এলে এ বনে,
আজ এ বনে জাগে শুধু
কণ্টকের স্মৃতির জ্বালা॥

মরুর বুকে কি ঘোর তৃষা
বুঝিবে কি মেঘ-পরি,
মিটিবে না আমার তৃষা
ঐ আঁখি-জলে বালা॥

আঁধার ঘরের আলো তুমি
আমি রাতের আলেয়া,
ভোলো আমায় চিরতরে,
ফিরিয়া নাও এ ফুল-মালা॥

৮৮

জংলা—দাদ্‌রা

ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান
হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা লহ অর্ঘ্য লহ
কয়ো না কয়ো না কথা॥

পাষাণ-মুরতি তুমি
পাষাণ হইয়া থাকো,
মন্দির-বেদি হতে
ধরার ধুলায় নেমো নাকো,
তুমিও মাটির মানুষ
বুঝায়ে দিও না ব্যথা॥

সহিব সকলি স্বামী
হেনো হেলা ব্যথা দিও,
সহিবে না অপমান
আমার ভালবাসার, প্রিয়!
থাকো তুমি প্রাণের মাঝে
তোমার মন্দির যথা॥

৮৯

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ

যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম
সকলি নিয়ো হে স্বামী
যত সাধ আশা প্রীতি ভালোবাসা
সঁপিনু চরণে আমি॥

পুতুল-খেলায় মায়ার ছলনায়
ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়,
ভুলেছি সে খেলা, আজি অবেলা
তোমার দুয়ারে থামি॥

ধরে রাখি যারে আমার বলিয়া,
সহসা কাঁদায়ে যায় সে চলিয়া,
অনিমেষ-আঁখি তুমি ধ্রুবতারা
জাগো দিবস যামী॥

৯০

দেশ-খাম্বাজ—কাওয়ালি

মোর বুক-ভরা ছিল আশা
ছিল প্রাণ-ভরা ভালোবাসা।
হায় আসিল সে যবে কাছে
মোর মুখে সরিল না ভাষা॥

আমি পেয়েছিনু তায় একা,
তার চোখে ছিল প্রেম-লেখা,
তবু বলিতে নারিনু, প্রাণে
মোর কাঁদিছে কোন দুরাশা॥

আমি পান না করিনু বারি
এসে ভরা সরসীর তীরে,
হায় আমার মতন 'শহিদ'
কেহ দেখেছে কোথাও কি রে?
এই তৃষ্ণা-কাতর বুকে ছিল
মরুভূমির পিপাসা॥

৯২

হাম্বীর মিশ্র—কাহারবা

বনে মোর ফুল-ঝরার বেলা।
জাগিল একি চঞ্চলতা। (অবেলায়)
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ অতিথির ফুল-বারতা। (এল ঐ)

বিদায়-নেওয়া কুহু সহসা এল ফিরে,
জোয়ার ওঠে দুলে মরা নদীর তীরে,
শীতের বনে বহে দখিনা হাওয়া ধীরে
জাগায়ে বিধুর মধুর ব্যথা॥ (পরানে)

বেল-কুঁড়ির মালা পরে তেমনি করে
কৈশোরের প্রিয়া এল কি রূপ ধরে?
হারানো সুর আজি কণ্ঠে ওঠে ভরে,
লাজ ভুলে বধূ কহিল কথা॥ (বাসরে)

রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দে, চেয়ে দেখি—
হেনার মঞ্জরী আবার ফুটেছে কি?
হারানো মানসী ফিরেছে লয়ে কি
গত বসন্তের বিহ্বলতা॥

৯২

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সজল কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥

জলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
ছল করে গো অঙ্গে তোমার পড়ব ছলকে॥

তাম্বুল রাগ হব তোমার অরুণ অধরে,
দুলবে স্বপন-কমল হয়ে ঘুমের সায়রে,
জ্যোতি হব তোমার রূপের বিজলি-ঝলকে॥

বক্ষে তোমার হার হব গো নূপুর চরণে,
গোপন প্রেমের দাগ হব গো হিয়ার ফলকে॥

৯৩

ভীমপলশ্রী—কার্ফা

যায় ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কূলে
কে চঞ্চল দিগঞ্চলা,
মেঘ-ঘন-কুন্তলা।
দেয় দোলা সে দেয় দোলা
পুব-হাওয়াতে বনে বনে দেয় দোলা॥

চলে নাগরী দোলে ঘাগরী,
কাঁখে বর্ষা-জলের গাগরি,
বাজে নূপুর সুর-লহরী—
রিমিঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম
চল-চপলা॥

দেয়ার তালে কেয়া কদম নাচে,
ময়ূর-ময়ূরী নাচে তমাল-গাছে,
চাতক চাতকী নাচে।
এলায়ে মেঘ-বেণী কাল-ফণী
আসিল কি
দেব-কুমারী নন্দন-পথ-ভোলা॥

৯৪

কাজরী-লাউনী

কাজরী গাহিয়া চলো গোপ-ললনা।
শ্রাবণ-গগনে দোলে মেঘ-দোলনা॥

পরো সবুজ ঘাগরি চেলি নীল ওড়না,
মাখো অধরে মধুর হাসি, চোখে ছলনা॥

কদম-চন্দ্রহার পরে এস চন্দ্রাবলী,
তমাল-শাখা-বরণা এস বিশাখা-শ্যামলী।
বাজায় করতাল দূরে তাল-বনা॥

লাবণি-বিগলিতা এস সকরুণ ললিতা,
যমুনা-কূলে এস ব্রজবধূ কুল-ভীতা
অলকে মাখিয়া নব জল-কণা ॥

৯৫

কাফি মিশ্র—ঠুংরি

তরুণ-তমাল-বরণ এস শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুলি বুলায়ে মেঘ-দলে
এস দুলায়ে আঁধার ॥

কাঁদে নিশীথিনী তিমির-কুন্তলা
আমারি মতো সে উতলা,
এস তরুণ দুরন্ত ভাঙি হৃদয়-দুয়ার ॥

তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া,
ফুটায়ে কদম কেয়া
আমার নয়ন-যমুনায় এস জাগায়ে জোয়ার ॥